টা | রে | ন্টো

একজন প্রবাসীর প্রতিকৃতি ও ভাবনা

জসিম মল্লিক *টরন্টো থেকে*

তার নাম জনান্তী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র সে। এরপর লন্ডন থেকে এমবিএ সম্পন্ন করে দেশে ফিরে যাওয়া। পুনরায় একক প্রচেষ্টায় ইমিগ্রান্ট হয়ে কানাডায় চলে আসা। একজন আদর্শবান শিক্ষকের সন্তান। গ্রামীণ পরিবেশ থেকে উচ্চ শিক্ষার জন্যে প্রথমে ঢাকা। ঢাকা হয়ে লন্ডন, তারপর কানাডা। তিনমাসেই সে তার জীবনের লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছে। জীবন সম্পর্কে তার ধারণা পরিষ্কার। সে গড়পড়তা আর দশজন মেয়ের মতো ছিঁচকাঁদুনে নয়। সে বাস্তববাদী, আত্মবিশ্বাসী, মেধাবী এবং সৎ।

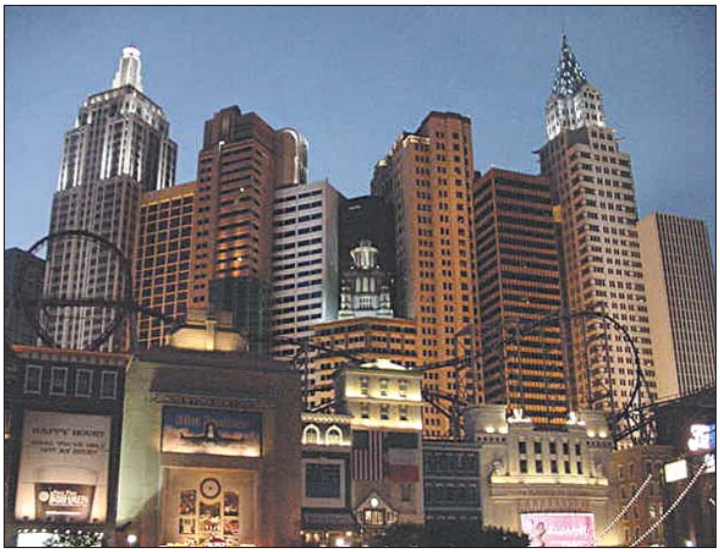

জনান্তীর হৃদয়ের সবটুকু জুড়েই রয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু সে দুই নৌকায় পা দেয়ার মানুষ নয়। সে এদেশটাকেও নিজের করে নেয়ার চেষ্টা করছে। সে খুবই পজেটিভ চিন্তার মানুষ। তার বক্তব্য হচ্ছে অন্যরা যা পারে আমরা তা পারবো না কেন? নিজের দেশকে যেমন ভালবাসতে হবে তেমনি যে দেশে এসেছি সেটাকেও নিজের করে নিতে হবে।

জনান্তীর সঙ্গে আমার পরিচয় খুবই অদ্ভুতভাবে। প্রতিদিন আমার কাছে যে সমস্ত ই-মেইল আসে, তার মধ্যে জনান্তীর ই-মেইলও ছিল। বলাবাহুল্য, লেখালেখির সূত্র ধরেই তার সঙ্গে ই-মেইল যোগাযোগ। অন্যসব মেইলের মধ্যে তার মেইলগুলো ব্যতিক্রমী। তার বক্তব্যের স্পষ্টতা এবং প্রতিটি বিষয়ের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমাকে আকৃষ্ট করে দারুণভাবে। সে কথা বলে যুক্তি দিয়ে, আবেগ দিয়ে নয়।

নিজের কেরিয়ার সম্পর্কে জনান্তী যেমন প্রচন্ড আশাবাদী, তেমনি ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া আবেগ অনুভূতির ব্যাপারে খুবই নৈর্ব্যক্তিক। নির্মোহ মানসিকতার জন্যে আপাত তাকে কিছুটা আবেগহীন মনে হলেও নিজের দেশ, সংস্কৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে খুবই আবেগপ্রবণ। কিন্তু সে সবকে আঁকড়ে থেকে পেছনে পড়ে থাকতে নারাজ। সে তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধারণ করে আছে বুকের গভীরে। কোন জাতিই নিজস্ব সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে বড় হতে পারে না। যে মাটি ও আলো হাওয়ায় বড় হয়ে ওঠা, তাকে কি ভুলে থাকা যায়? কেউ কেউ আছে দ্রুত নিজের দেশকেও ভুলে যেতে পারে। সেদিন একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনিও তিনমাস হলো কানাডা এসেছেন। তিনি কথায় কথায় বাংলাদেশকে 'অসভ্য দেশ' বলে গালি দিচ্ছিলেন। জানেন ভদ্রলোকের কথা শুনে আমার এতো খারাপ লাগছিল। আমি তাকে বললাম, দেখেন, দেশ হচ্ছে একটা আবেগের নাম, একটা স্বপ্নের নাম, দেশ কখনো অসভ্য হতে পারে না। অসভ্য হলে কোন ব্যক্তি হতে পারে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্যে দেশকে দোষারোপ করা যায় না। দোষারোপ করতে হলে তাদেরকেই করুন। জনান্তী আরো বললো, সেদিন এখানকার একটি পত্রিকার সম্পাদকীয়তেও দেখলাম বাংলাদেশকে তুলোধুনো করা হয়েছে। এটার মানে কি? এখানকার পত্রিকায় বাংলাদেশের সমালোচনা করে কি স্বার্থ হাসিল করতে চায় তারা? সমালোচনা করতে হলে যাদের জন্যে দেশের বদনাম হচ্ছে তাদের করলেই হয়। আসলে সবকিছুর পিছনেই কিছু উদ্দেশ্য কাজ করে। রাজনীতির ধামাধরা লোকরা নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে দ্বিধা করে না। নিজের দোষটা কখনো চোখে পড়ে না, অন্যেরটা দেখলেই জাত গেলো বলে গলা ফাটায়।

জনান্তী বললো, আচ্ছা বলেন তো, বিদেশের মাটিতে রাজনীতি করার দরকারটা কি? এখানে রাজনৈতিক দল করে বাংলাদেশের জন্যে তারা কিছু করতে পেরেছে? বাংলাদেশের মতোই জেলা কমিটি, থানা কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি করছে এখানে। যেখানেই গিয়েছি সেখানেই দেখেছি একই অবস্থা। রাজনীতি যদি করতেই হয়, তাহলে মেইন স্ট্রিমে করলেই পারে। লিবারেল পার্টি, কনজারভেটিভ বা এনডিপির রাজনীতি করুন। আপনার শ্রম ও মেধা এসবে কাজে লাগান। এদেশের রাজনীতিতে প্রবেশ করুন, প্রেসার গ্রুপ তৈরি করুন। কমিউনিটির জন্যে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কথা বলুন । ভারতীয় একজন তরুণ এমপিকে দেখে আমাদের বুক ভরে গেছে। তারা পারলে আমরা পারবো না কেন? আমরা সামান্য ফুল দেওয়া নিয়ে ঝগড়া করি, পুলিশ এসে আমাদের ঝগড়া থামায়। কী লজ্জার কথা! মন্ত্রী-এমপিরা এলে সেই দলেরই লোকজন ফুল নিয়ে এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্য কেউ ফিরেও দেখে না। একজন মন্ত্রী, সে তো দেশেরও মন্ত্রী, শুধু দলেরই নয়। আমার যতটুকু জানা আছে, এসব দেশে নিজদলীয় রাজনীতি করার আইনগত কোনো ভিত্তি নেই, না আছে? মূল দলের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদেশে রাজনীতি করার কোনো এজেন্ডা আছে কিনা আমার জানা নেই। নেতারাই ভালো বলতে পারবেন। যদিও মাঝে মাঝে দেখা যায়, মন্ত্রী, এমপি বা নেতারা এসে রাজনৈতিক বক্তব্য দেয়, অমুক কমিটি, তমুক কমিটিকে বৈধতা দিয়ে যায়। কমিউনিটির জন্যে কাজ করতে হলে এমনিতেই করা যায়।

একইভাবে দেখা যায়, শত শত সংগঠন গড়ে ওঠে বিদেশে। সেগুলো আবার ভেঙে যায় কলহ ফ্যাসাদে। দুজন তিনজন নিয়েও সংগঠন/ সমিতি গড়ে ওঠে। প্রবাসে এসে আত্মপরিচয় সংকট এতোটাই প্রবল হয়ে ওঠে যে এসবের মধ্যে দিয়ে এক ধরনের তৃপ্তি খুঁজে বেড়ায়। রাজনৈতিক দলের মতোই ওয়ার্ডের নামেও সংগঠন বা সমিতি গড়ে উঠছে যা খুবই হাস্যকর। এ ব্যাপারে আমার একটা প্রস্তাব আছে, বললো জনান্তী। আর সেটা হচ্ছে, একটাই 'বাংলাদেশ

এসোসিয়েশন' গড়ে উঠতে পারে যার ব্যানারে সবাই মিলে কাজ করবে। যার বিভিন্ন উইং থাকবে যেমন, সাংস্কৃতিক, খেলাধুলা, শিক্ষা, বৃত্তি ইত্যাদি।

জনান্তীর কথায় ঘুরে আসে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অবহেলিত মানুষ, শিশুদের কথা। জনান্তীর একটাই স্বপ্ন, সে বাংলাদেশের শিশুদের জন্যে কিছু করবে। সে তার জীবন বিলিয়ে দিতে চায় শিশুদের কল্যাণে। শৈশব ও কৈশোরে বেড়ে ওঠা স্মৃতিগুলো তার চোখের তারায় জ্বলজ্বল দেখতে পাওয়া যায়। বর্ষার দিনে মাঠ-ঘাট-প্রান্তর ঘোলা পানিতে টইটম্বুর হয়ে যাওয়া, নৌকায় চড়ে ঘুরে বেড়ানো, দুরন্তপনা, মায়ের কাছে বকা খাওয়া, অথবা শীতের দিনে হলুদ সর্ষের মাঠে ছুটে বেড়ানো, দলবেঁধে স্কুলে যাওয়া, খেজুরের রস দিয়ে পায়েস রাঁধা মায়ের হাতের। আনমনা হয়ে যায় জনান্তী। হয়তো স্নেহময়ী মা অথবা বাবার আদর তাকে স্মৃতিতাড়িত করে। খুব সংগোপনে চোখের পাতা ভিজে ওঠে। অথবা একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার চেয়েও বয়সে ছোট এক যুবক বলেছিল, 'ভালোবাসি'। জনান্তী সেটাকে খুব গুরুত্ব দেয়নি। সেই থেকে সেই যুবক কোথায় যে হারিয়ে গেছে আর তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। অবচেতন মন কি তাকে খুঁজে বেড়ায়। কে জানে! জনান্তী কোনদিনই তার এসব আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে না। সে একদমই অন্যরকম একজন মানুষ। সে অন্যদের চেয়ে আলাদা। ছোট ছোট আবেগ, প্রত্যাশা, স্বপ্ন, অনুভূতি, দৃঢ়তা প্রত্যয় এসবই মানুষকে স্বাতন্ত্র্য দেয়। দেশ, সমাজ, মানুষকে ভালোবেসেই হয়ে ওঠে ব্যতিক্রমী।

Toronto
Jasim-mallik@hotmail.com

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন, প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন-যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

১টি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা।
বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ :
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029, 191 02 Sollentuna, Sweden
Tel. & Fax : (+ 46)-(0)8-6231439
e-mail : delwar.h@spray.se

ঢাকা ব্যুরো :
3/3-B, Purana Paltan (1st Floor), Soleman Court,
Dhaka-1000, Bangladesh. Tel : 9565340, 8155271
Fax : 880-2-9140225 e-mail: probashiprokashona@yahoo.com

টো | কি | ও

মোটর শো ২০০৫

কাজী ইনসান ও রাহমান মনি

'Driving Tomorrow!' From Tokyo. এই থিমকে সামনে রেখে শুরু হয়েছে ৩৯তম টোকিও মোটর শো ২০০৫। গত ১৯ ও ২০ অক্টোবর ছিল সাংবাদিকদের অগ্রিম খবরাখবর জানানোর জন্য Press Day. এই দিন শুধুই সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন নামী-দামি কোম্পানিগুলোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ। ২১ অক্টোবর ছিল বিশেষ অতিথিদের (আমন্ত্রিত) জন্য বরাদ্দ। সাধারণ দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয় ২২ অক্টোবর '০৫ থেকে। একটানা চলবে ৬ নবেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত। সাধারণ দিনে খোলা রাখা হবে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এবং বন্ধের দিন (শনি, রবিবার) খোলা থাকবে সকাল ৯.৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭টি পর্যন্ত। Japan Automobile Manufacturers Association INC (Jama)-র ৫০ বছরের ইতিহাসে এবারের আয়োজন হচ্ছে ৩৯তম আয়োজন।

tgvUi tkv'tZ Ask wb‡qwQj wewfb tKvcúwbi Mwo

টোকিওর অদূরে Chiba Prefecture-এর Makuhari Messeতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ বিশাল আয়োজন। যদিও নাম রাখা হয়েছে Tokyo Motor Show ২০০৫। শহরের ওপর থেকে চাপ কমানো এবং স্থান স্বল্পতার জন্য এ ব্যবস্থা।

প্রতিবছর শরৎকালের প্রথম দিকে (October-November) এ বিশাল আয়োজন করা হয়। ভারী যানবাহন (বাস, ট্রাক, লরি) এবং সাধারণ যানবাহন (প্রাইভেট কার, F-1, স্পোর্টস কার, মোটর সাইকেল) পালাবদল করে এক বছর অন্তর অন্তর হয়ে থাকে। সারা বিশ্বের নামী-দামি প্রায় প্রতিটি মোটরযান তৈরি কোম্পানি এবং গাড়িতে ব্যবহৃত সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারী বিভিন্ন কোম্পানিগুলো মোটর শোতে অংশগ্রহণ করে থাকে। Tokyo ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য শহরেও মোটর শো (আমেরিকা, দুবাই) হয়ে থাকলেও টোকিওর মোটর শো'র আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কারণ বহুল ব্যবহৃত Toyota, Mazda, Honda, Nissan, Suzuki, Yamaha, Kawasaki প্রভৃতি গাড়ি প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলো জাপানে অবস্থিত।

জাপান অটোমোবাইল মেনুফেকচার এসোসিয়েশন ইন্ক-এর দেয়া তথ্যমতে এবারের মোটর শো'তে বিভিন্ন দেশের ৩৮টি প্রস্তুতকারী কোম্পানি, ১২টি মোটর সাইকেল প্রস্তুতকারী ও বাজারজাত কোম্পানি এবং ১৪টি অর্থনৈতিক এলাকায় ১৮১টি যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারী কোম্পানি এ বিশাল আয়োজনে অংশগ্রহণ করে। এবারের মোটর শোতে ৩৭০টি অত্যাধুনিক নতুন প্রযুক্তির গাড়ি এবং ১৯০টি আকর্ষণীয় মোটরসাইকেল প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীর প্রথম দিনেই ভিজিটরের উপচে পড়া ভিড় ছিল আয়োজকদের অন্যতম সাফল্য। শনিবার হওয়াতে ভিড় আরো বেশি হয়। এবারের আয়োজনে উৎসাহী এবং ক্রেতাদের বিশেষ সুবিধা হিসেবে ৭টি কোম্পানির, তাদের প্রদর্শিত ১৩টি মোটরযান চড়ে দেখার সুযোগ রাখা হয়। Makuhari Messe Seaside Park-এ এই বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়।

আয়োজকগণ (Jama) এবারের প্রদর্শনীতে মোট ১.৫ মিলিয়ন ভিজিটরের আশা করছে। যা গতবারের (২০০৩) আয়োজিত আগতের সংখ্যার চেয়ে ৫.৬% বেশি। দুই সপ্তাহব্যাপী এই আয়োজনে প্রথম দিন দেখেই মনে হয়েছে এ সংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে।

টোকিও, জাপান

কো । রি । য়া

তবুও বাঁচাতে পারিনি

কুমিল্লার নিমসারের সদালাপি মফিজুর রহমান মফিজ জীবিকার তাগিদে ছেলেমেয়ে, পরিবার-পরিজন রেখে আর্থিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার জন্য এসেছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ায়। ৪ মাস আগে পায়ের আঙুল ফেটে গেলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া শুরু করলেন তিনি। আস্তে আস্তে পায়ে পচন ধরলে রাফায়েল ক্লিনিকে দেখান, তারপর রেকর্ডস হসপিটাল। পায়ের পচন ক্রমেই বাড়তে থাকলে ডাক্তাররা তার পা কেটে ফেলতে বাধ্য হন। ডায়বেটিক থাকার কারণে কেটে ফেলা পায়ে ইনফেকশন দেখা দেয়। হঠাৎ হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে ডাক্তাররা কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য চালাতে সক্ষম হন। দীর্ঘদিন যাবৎ কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালানো হয়েছিল রেডক্রস হাসপাতালে। পরে কারিবোং হাসপাতালে পাঠানো হয়। তারপর গিয়োদে, সেখান থেকে সিউল মেডিকেল সেন্টার। (সউল ইরিও উয়ন) অনেক চেষ্টা করেও আমরা মফিজ ভাইকে বাঁচাতে পারিনি। ২৪ জুলাই রবিবার দুপুর ১২.৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন তিনি। এখন মফিজ ভাইয়ের লাশ দেশে পাঠাতে বাংলাদেশী প্রায় ১০ লাখ টাকা দরকার। তাই আমরা বাংলাদেশীরা আমাদের সউল সেন্ট্রাল কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বাংলাদেশী এবং পাকিস্তান ভাইদের কাছে থেকে অর্থ সংগ্রহ করে লাশ পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। যারা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন- কিম হে সং মোকসানিম এবং ই সন হি মোকসানিম (কোরিয়ান), মাহমুদুল হাসান (লালমিঞা), মঞ্জুর মোর্শেদ (রাসেল), মিজানুর রহমান মিজান, শাহ আলম, কায় খসরু, মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।

মাহমুদুল হাসান
কিংগিদু খাংজু, দক্ষিণ কোরিয়া

মা । র । বু । র্গ

প্রথম সাত দিন

কেন যেন মনে হচ্ছে এই গ্রীষ্মেও ইউরোপে রোদ্দুরে সকাল মোটামুটি দুষ্প্রাপ্য। মারবুর্গের আকাশও যেন এর একাত্মতার ভাষণ দিচ্ছে। আমার তারুণ্যের সেই চেনা কিশোরী মেয়ের মতো; এই রোদ এই বৃষ্টি। উত্তর ইউরোপের এক রূপসী শহর থেকে ভেসে এসেছি ফ্রাঙ্কফুর্টে। এরপর এক ঘন্টার রেলযাত্রা। এখন আমি এই ছোট্ট সাজানো শহরে। পাহাড়ের গায়ে থরে থরে সাজানো সব শৈল্পিক ঐতিহ্য আর স্থাপত্য নিদর্শন। সময় ছুটেছে সব সময় আমার আগে। আমি ওকে ছুঁতে পারিনি কখনো। ব্যত্যয় ঘটলো না এবারও। যথা সময়ের কয়েক মিনিট বাদে শ্রেণীকক্ষে আমার প্রবেশ, 'ইখ হাইসে ক্রিস্টিনা বেক। উই হাইসে জি?' এ অদ্ভুত মন্ত্র উচ্চারণ করে এক টি-শার্ট পরিহিত প্রৌঢ়া আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ক্লাসের সবাই আমার পঞ্চসূর মার্গীয় চেহারা বেশ উপভোগ করছে বলে মনে হলো।

ক্রিস্টিনা বেক আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্ট্রাক্টর। আগে ব্যান্ডে গান গাইতেন। আমি মাস চারেকের জন্য নখ-দাঁতহীন আর বোধশূন্য আমার মস্তিষ্ককে জার্মান ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনে নিবেদন করেছি। ফলাফল নিশ্চিত 'শূন্য'।

ইয়ান। সে কেন জার্মান ভাষা শিখছে তা নিজেই জানে না। এই ব্রিটিশ নাগরিক তার দেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তা। রাজ্যের সরকার মনে করছে, ইয়ানের জার্মান শেখা উচিত। ইয়ান না করেনি।

'কী এরই মাঝে আমাকে পর করে দিলে?' 'সমীর দাদা আর আমি, বৌদি?' 'আরে কী যে বলেন, ভগবানের দিব্বি, কিছু না ভেবেই দাদাকে দাদা ডেকেছি। বলুন তো এখনই দল পাল্টে জামাই বাবু বানিয়ে দেবো।' 'আরে না না এমনি বলছি। তা দেবর মশাই এই খোকা খোকা চেহারা নিয়ে কোত্থেকে এলে?' এই হলো এই শহরে আমার বাংলা ভাষার একমাত্র সঙ্গী-সঙ্গিনী। সমীর দা আইআইটি মাদ্রাজের যন্ত্র কৌশলের সহকারী অধ্যাপক আর বৌদি সম্প্রতি ধাতব কৌশলে পিএইচডি থিসিস সাবমিট করেছেন। তারা দু'জনেই এখানে A2H ফেলোশিপে পোস্ট ডক্টোরাল রিসার্চে এসেছেন।

মালিহা লাহোরের মেয়ে এবং আমাদের নেত্রীদ্বয়ের চাইতেও বেশি বাচাল। এখানে সে সিরামিক্স ডিজাইনের ওপর পড়াশোনা করতে এসেছে। শাহীদও পাকিস্তানের। প্লাজমা ফিজিক্সে পিএইচডি স্টুডেন্ট। কেনিয়ার ইসমাইল আর মোসেস জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিএইচডি করবে। রাশিয়ার ওকসানায় পড়বে ইউরোপীয় সাহিত্য নিয়ে। আর আর্জেন্টিনার গ্যাব্রিয়েল স্থাপত্যের ছাত্র। সোনালি চুলের গ্যাব্রিয়েল যেন পম্পাসেরই যুবরাজ। এই হলো আমাদের ক্লাস। বাঙালি বলতে আমি, দাদা আর বৌদি।

আমি, দাদা, বৌদি আর মালিহা প্রায় প্রতিদিনই শহরের অলি-গলি ঘুরছি। আজ পাহাড়ে চরি, তো কাল শহরে ঘুরি। কিংবা পরশুদিন হারিয়ে যাই অচেনা পথের মাঝে।

দাদা আর বৌদি ছাড়া আমার আর মালিহার ভাষা শেখার প্রতি কোনো আগ্রহই নেই। ৭ দিন হতে চললো, ক্রিস্টিনার পরিশ্রমের কমতি নেই। কিন্তু আমাদের ভাষাজ্ঞানের অগ্রগতি অতি নগণ্যই বলা চলে। শেষ হলো প্রথম ৭ দিন। পরে কোনো এক সময় আমার পাশের ঘরের প্রিয় মেয়েকে নিয়ে লেখার জন্য আকুল ইচ্ছা রইলো। আপাতত ওকে একটু-আধটু ইংরেজি শেখানোই আমার একমাত্র প্রাপ্তি। আর ও আমাকে শেখাচ্ছে জার্মান।

পঞ্চানন পাঁচু
মারবুর্গ, জার্মানি

HALAL ONLINE SHOP Tukina Internaional FOOD

জাপান বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি
বিকাশের ধারায়

TUKINA INTERNATIONAL

হালাল ফুড বিশেষ মূল্যহ্রাস ঘোষণা করছে প্রকৃত বাংলাদেশী মাছ সর্বনিম্ন ৬৯০ ইয়েন, মাংস ৮০০ ইয়েন এছাড়া স্পাইস মিষ্টি চানাচুর মুড়িসহ সকল হালাল ফুড সামগ্রী মূল্য হ্রাস করছে।

টেলিফোন অথবা ফ্যাক্স অথবা অনলাইনে আমাদেরকে অর্ডার দিন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমরা তাকিউবিনের মাধ্যমে আপনার কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছাব।

TUKINA INTERNATIONAL
3-36-30 Nakajujo
Yamaichi Mansion-102
Tel : 03-5993-2590
090-4624-6115, Fax - 03-3908-8588

www.tukima.com